চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় পৃথক ভাবে পহেলা বৈশাখ পালিত

পয়েলা বৈশাখ বাঙালির একটি সার্বজনীন লোকউৎসব। এ দিন আনন্দঘন পরিবেশে বরণ করে নেওয়া হয় নতুন বছরকে। কল্যাণ ও নতুন জীবনের প্রতীক হলো নববর্ষ। অতীতের ভুলত্রুটি ও ব্যর্থতার গ্লানি ভুলে নতুন করে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় উদযাপিত হয়েছে। এ নববর্ষ। তারই ধারাবাহিকতায় চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় জাঁকজমকপুর্ন ভাবে বাংলা নববর্ষ ১৪৩১ উৎযাপন হয়েছে।

গতকাল ১৪ এপ্রিল রবিবার সকাল সাড়ে ৮ টায় অনির্বান থিয়েটার ও ঐতিহ্যবাহী কেরু অফিসার্স ক্লাব ও লেডিস ক্লাবের আয়োজনে বণ্যট্য র্যালি বের হয়।র্যালিটি শহরের বিভিন্ন শহর প্রদিক্ষিন করে দর্শনা কামকমিউনিটি সেন্টার চত্তরে শেষ হয়।

বাংলা নববর্ষের র্যালিটিতে অংশ নেয় দর্শনা পৌর সভার মানবিক সুযোগ্য মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি রুস্তম আলী, বীর মুক্তিযুদ্ধা মজনুর রহমান আকাশ, অনির্বান থিয়েটারের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, দর্শনা গ্রন্থগারের পরিচালক ও কবি আবু সুফিয়ান।

পরে র্যালি শেষে হিন্দোলের আয়োজনে দর্শনা কাম কমিউনিটি সেন্টার চত্বরে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠান শেষে বাঙ্গালীর ঐতিহ্যবাহি পান্তা ভাত কাঁচা মরিচ পেয়াজ আলু ছেনা দিয়ে সকোলের মাঝে পান্তাভাত বিতরন করেন।পরে দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু বক্তব্য রাখেন, এ সময় তিনি বলেন, বাংলা ঐতিহ্যবাহী ধরে রাখতে সবার সহযোগিতার প্রযোজন এবং আগামীতে কিভাবে ভালো করা যায় তা আমি খেয়াল রাখবো।

এ সময় আরও বক্তব্য দেন, বীর মুক্তিযুদ্ধা রুস্তম আলী, কবি ও সাহিত্যিক আবুসুফিয়ান তার আগে কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর আয়োজনে সকাল ৮ টায় বণ্যর্ট্য র্যালি বের করে।র্যালিটি কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর বিভিন্ন ক্যাম্পাস ঘুরে অফিসার্স ক্লাবে যেয়ে শেষ হয়।

এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন কেরু এ্যান্ড কোম্পানির সুযোগ্য ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন ও প্রশাসন

বিভাগের মহাব্যাবস্থাপক এডি এম শেখ ইউসুফ আলী, কেরু কারখানার মহাব্যাবস্থাপক, সুমন কুমার।

চুয়াডাঙ্গায় মাঝারি তাপপ্রবাহ, তাপমাত্রা ৩৮ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস

চুয়াডাঙ্গা জেলায় মাঝারি ধরনের তাপপ্রবাহে জনজীবন ওষ্ঠাগত। এপ্রিল মাসে এ তাপপ্রবাহ অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অধিদপ্তর। তাপপ্রবাহের প্রভাব পড়েছে সাধারণ মানুষের ওপর। ঈদের পর তাপপ্রবাহের ফলে খেটে খাওয়া কর্মজীবী মানুষ তাদের কর্মে ফিরতে পারেনি। অনেকটা দিন পার করছে তারা।

চুয়াডাঙ্গা প্রথম শ্রেণীর আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের পর্যবেক্ষক তহমিনা নাসরিন জানান, চুয়াডাঙ্গা জেলায় সোমবার (১৫ এপ্রিল) সন্ধ্যা ৬টায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৩৮ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৫০ শতাংশ। এদিন দুপুর ১২টায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৩৬ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস,সে সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৫১ শতাংশ। বিকাল ৩টায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৩৮ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সে সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৩৩ শতাংশ।

তিনি আরো জানান, এপ্রিল মাস ব্যাপী মাঝারি ধরনের তাপপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে এ আবহাওয়া বিরাজ করার সম্ভবনা রয়েছে।

দামুড়হুদায় পহেলা বৈশাখ উদযাপন

দামুড়হুদায় পহেলা বৈশাখ ১৪৩১ বাংলা নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বৈশাখী মঙ্গল শোভাযাত্রা, গণজমায়েত, জাতীয় সংগীত এবং লোকজ সংগীত পরিবেশন, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, লাঠি খেলা ও পুরুস্কার বিতরণী এবং লোকজ সংস্কৃতি মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার সকাল ৮ টা থেকে ২দিন ব্যাপি দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ উদযাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু। প্রধান অতিথির বক্তব্যে আলী মুনছুর বাবু বলেন, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ থেকে বাংলা নববর্ষ জাতীয়ভাবে উদ্যাপন করা হয়ে আসছে। এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, বাংলা নতুন বছরকে বরণ করে নেয়ার উৎসবের নানা আয়োজনের মধ্যে বাংলাদেশে মঙ্গল শোভাযাত্রা মানব সভ্যতার প্রতিনিধিত্বশীল সংস্কৃতি হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাঙ্গালির ঐক্য, শান্তি ও অসাম্প্রদায়িতক চেতনাকে ধারণ করে মঙ্গল শোভাযাত্রা আজ সার্বজনীন স্বীকৃতি একটি উৎসব। জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা ইউনেস্কো মঙ্গল শোভাযাত্রা কে বিশ্বের গুরত্বপূর্ণ (Intangible Cultural Heritage) এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করায় বিশ্বব্যাপী এ উৎসবের প্রসারের মাধ্যমে বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক চেতনার পরিচিতি আরও দৃঢ় করবে। নববর্ষ আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মূল স্তম্ভ। হাজার বছর ধরে বাঙালি জাতি ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাংলা নববর্ষ উদযাপন করে আসছে। আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত এই দিবসটি প্রতিবছরের ন্যায় এবারও যথাযথ মর্যাদায় ও আনন্দমুখর পরিবেশে উদযাপিত হচ্ছে।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাহিদা খাতুন, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আলমগীর কবির, আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ কামাল উদ্দিন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী সহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা বৃন্দ, সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্র ছাত্রী

বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদার কাঁঠালতলায় দোকানের টিন কেটে চুরি

দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর কাঁঠালতলা নামকস্থানে ভাংড়ির দোকানের টিন কেটে বিভিন্ন মালামাল চুরির ঘটনা ঘটেছে। এই চুরির ঘটনায় বাজারের দোকান মালিকদের মধ্যে চাপা আতংক বিরাজ করছে। চুরির ঘটনায় দোকানের মালিক হাসান বাদি হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে কে বা কাহারা এ চুরির ঘটনা ঘটেছে।

জানাযায়, দামুড়হুদা উপজেলার ডুগডুগী গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে হাসান আলি দীর্ঘ ৪ বছর যাবৎ কাঁঠালতলা মসজিদের পাশ্বে ভাংড়ির ব্যবসা করে আসছে। ঈদুল ফিতরের জন্য দুদিন দোকান বন্ধ থাকার সুযোগে শনিবার দিবাগত রাতে কে বা কাহারা দোকান ঘরের পিছনের টিন কেটে তামা, লোহা, কাসা, সিলভার, এ্যালমোনিয়াম, মাথার চুল ও নগদ টাকা চুরি করে নিয়ে যায়। চোরের দল চুরি করা মালামাল দোকানের অদূরে একটি বাগানে সেট করে। এমন আলামত পাওয়া যায় বাগানে। হাসান আলির ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে অভিযোগে উল্লেখ করেন। এই চুরির ঘটনায় কাঁঠালতলা দোকানের মালিকদের মধ্যে চাপা আতংক বিরাজ করছেন।

দোকানের মালিক হাসান আলি বলেন, আমি দীর্ঘ ৪ বছর যাবৎ ব্যবসা করে আসছি এমন ঘটনা এতদিন ঘটেনি। এই বাজারে সব থেকে বেশি টাকা দিই নাইটগার্ডের। তারপরও এমন ঘটনা ঘটলো। গতরাতে আমার দোকান কেটে দামি সব জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে গেছে। এতে আমার প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার এস আই ইউসুফ বলেন,এই চুরির ঘটনায় একটি অভিযোগ পেয়েছি। তদন্তপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

দামুড়হুদা লোকনাথপুর প্রিমিয়ার লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত

“খেলবে তরুণ জিতবে দেশ, মাদক মুক্ত আগামীর বাংলাদেশ ” এই প্রতিপাদ্য নিয়ে দামুড়হুদা উপজেলার লোকনাথপুর জাগরণী সংসদ ক্লাবের আয়োজনে লোকনাথপুর প্রিমিয়ার লীগ (এলপিএল) ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকাল ৪টার দিকে লোকনাথপুর হেলিপোর্ট মাঠে এ টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়।

প্রিমিয়ার লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রধান সমন্বয় জিল্লুর রহমান খোকন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আলী মুনছুর বাবু। এ সময় প্রধান অতিথি’ আলী মুনছুর বাবু বলেন, খেলাধুলা শরীর স্বাস্থ্য মন সবকিছুই ভালো রাখে, সবচেয়ে বড় কথা খেলাধুলা করলে মাদক থেকে দূরে থাকা যায়। এ সময় তিনি সকল অভিভাবককে তাদের সন্তানদেরকে খেলাধুলা করার জন্য মাঠে পাঠানোর আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইয়ামিন, দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই মহিবুল, হাউলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ খোকন, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, দামুড়হুদা মডেল মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাও মামুনুর রশীদ, ওর্য়াড আওয়ামী লীগের সভাপতি মহিদুল হক সেন্টু, ওর্য়াড আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল রহমান, হাউলি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য রিকাত আলি, সম্পান শাহ, হাসান শাহ, রাসেল শাহ,হাউলী ইউনিয়ন ছাত্র লীগের আহবায়ক রাসেল আহাম্মেদ, লোকনাথপুর জাগরণী সংসদ এর সভাপতি নাহিদুল ইসলাম অনিক বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক মিঠুন হোসেন, প্রমূখ।

ফাইনাল ক্রিকেট খেলায় যে দুটি দল অংশ গ্রহণ করেন তারা হলেন রাজ একাদশ ভেমরুল্লা বনাম উজ্জ্বল লাইব্রেরি দর্শনা। টসে জিতে প্রথমে রাজ একাদশ ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন।প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ১৬ ওভারে রাজ একাদশ ৪ উইকেটে ২৩৪ রান করে পরে ২৩৫ রানের টার্গেট নিয়ে উজ্জ্বল লাইব্রেরি ব্যাট করতে নেমে ১৬ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৮০ রান করতে সক্ষম হয়। ৫৪ রানে রাজ একাদশ চাম্পিয়ন হয়। খেলায় চাম্পিয়ান দলকে ১৫ হাজার টাকার প্রাইজ মানি ও চাম্পিয়ান ট্রফি প্রদান করা হয়। আর রানারআপ দলকে ১০ হাজার টাকা প্রাইজ মানি ও রানার্সআপ ট্রফি প্রদান করা হয়। খেলাটি পরিচালনা করেন মো: হাসান ও জামাল উদ্দিন।

দর্শনায় বিদ্যুৎ স্পৃষ্টে নির্মান শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু

দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা বিদ্যুৎ স্পৃষ্টে হয়ে হেলাল (২২) নামের এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি দর্শনা পৌরসভার দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের মোঃ জুলফিকার ওরফে জুলুর ছেলে। আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের অস্করপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে আজ সোমবার সকালে নির্মাণ শ্রমিক মোঃ হেলাল হোসেন দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর অস্কার পাড়া গ্রামস্থ মোছাঃ রোজিনা খাতুন (৫০) এর বাড়িতে রাজমিস্ত্রির যোগালে হিসেবে কাজ করছিলো। এ সময় দুর্ঘটনা বসত মটরের তারের সাথে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে মৃত্যুবরণ করেন।

মৃতের লাশ আজ বাসস্ট্যান্ড পাড়া কবরস্থানে দাফন সম্পর্ন হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা রেলওয়ে শুল্ক স্টেশনের কার্যক্রম টানা ৭ দিন বন্ধ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা রেলওয়ে শুল্ক স্টেশনের কার্যক্রম ৭ দিন বন্ধ থাকবে। আগামী বুধবার (১৭ এপ্রিল) পর্যন্ত চলাচল করবেনা মেত্রী এক্সপ্রেস ট্রেন। তবে পাসপোর্টধারী যাত্রী যাতায়াতের জন্য চালু থাকছে দর্শনা জয়নগর ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট। ঈদুল ফিতর, পহেলা বৈশাখ ও সাপ্তাহিক ছুটি মিলিয়ে আজ সোমবার থেকে রবিবার (১৪ এপ্রিল) পপর্যন্ত টানা ৭ দিন বন্ধ থাকবে দর্শনা রেলওয়ে শুল্ক স্টেশনের কার্যক্রম।

দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলস্টেশনের ব্যবস্থাপক মির্জা কামরুল হক জানান, আজ সোমবার থেকে দর্শনা রেলওয়ে শুল্ক স্টেশন দিয়ে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে আমদানী-রপ্তানী বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ঈদের পর পহেলা বৈশাখ ও সাপ্তাহিক ছুটি। ঈদের আগে ও পরে সবমিলিয়ে ৭ দিন বন্ধ থাকবে শুল্ক স্টেশনের কার্যক্রম। আগামী রবিবার (১৪ এপ্রিল) ছুটি শেষ হবে এবং সোমবার (১৫ এপ্রিল) থেকে পুনঃরায় রেল যোগাযোগ আমদানী-রপ্তানী শুরু হবে।

তিনি আরও জানান, ঈদের সময় ভারতগামী যাত্রীদের খুব একটা চাপ না থাকায় ভারত-বাংলাদেশ রেলওয়ে ঢাকা-কলকাতার মধ্যে চলাচলকারী মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেন গত রবিবার (৭ এপ্রিল) থেকে আগামী বুধবার (১৭ এপ্রিল) পর্যন্ত বন্ধ রাখার যথাযথ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বর্তমান দেশের অভ্যন্তরে ভারতের যে খালি ওয়াগনগুলো রয়েছে, সেগুলা ঈদের আগেই পর্যায়ক্রমে ফেরত পাঠানা হবে। কারন,ওয়াগনের জন্য ভারতকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাড়া দিতে হয়।

দর্শনার জয়নগর ইমিগ্রশন চেকপোস্টের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এসআই আতিকুর রহমান জানান, ভারত ও বাংলাদশর পাসপার্টধারী যাত্রীরা চলাচল করার জন্য চেকপোস্টর কার্যক্রম চালু থাকবে। এমনকি ঈদের দিনও এ কার্যক্রমের কোন ব্যপ্তয় ঘটবে না। কার্যক্রম চালু রাখার

স্বার্থে কিছু জনবল এ সময় দায়িত্ব পালন করবে।

আলমডাঙ্গায় এসএসসি-৮৭ ব্যাচের দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গায় এসএসসি-৮৭ ব্যাচের বন্ধু সংগঠন ব্লুসম গার্ডেনের উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

” বন্ধু পাশে আছি, এ প্রত্যাশা নিয়ে যে সকল বন্ধু-বান্ধবী চির বিদায় নিয়েছে তাদের রুহের মাগফিরাত কামনা ও যারা রোগাক্রান্ত তাদের রোগমুক্তি প্রবাসি ও স্থানীয় সকল বন্ধু-বান্ধীর সার্বিক মঙ্গল কামনায় আজ সোমবার স্থানীয় হ্যামলেট ক্যাফেতে এ দোয়া ও ইফতান মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এর পূর্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ব্লুসম গার্ডেনের সভাপতি আনোয়ার হোসেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামানের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন মিজানুর রহমান মিজান, আমিনুল ইসলাম লিন্টু, রবিউল হক, রফিকুল ইসলাম।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বান্ধবীর মধ্যে রানু, সাহেরা, কাজলী, প্রভা, বিথি মুন্নি, বন্ধুদের মধ্যে মাহবুবুল করিম উজ্জল, এ্যাডভোকেট মাজেদুর রহমান, এনাম আহম্মেদ, বিজেশ রামেকা, প্রশান্ত বিশ্বাস, ফিরোজ ইফতেখার, সন্টু, মিজান, আমিনুল, চান্দু, পিয়াল, ইসমাইল হোসেন, মহন, মজনু, কোহিনুর, টিলু, সাগর, মশিউর রহমান, কামরুল, বাকি বিল্লাহ, শিলু প্রমুখ।

ইফতার মাহফিলে দোয়া পরিচালনা করেন হাফেজ ওমর ফারুক।

আলমডাঙ্গায় আশ্রয়ণ প্রকল্পের বাসিন্দারা পেল প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার

আলমডাঙ্গায় আশ্রয়ণ প্রকল্পের বাসিন্দাদের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার হিসেবে শুকনো খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

আজ সোমবার দিনব্যাপী উপজেলার নারায়ণপুর ও খুদিয়াখালী আশ্রয়ণ প্রকল্পের বাসিন্দাদের মাঝে ৯০ জন বাসিন্দাদের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস। এছাড়া ভাসমান বেদে সম্প্রদায়ের ৮ পরিবারের নিকটও এ খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক।

উপজেলা প্রশাসন সূত্র জানায় আলমডাঙ্গা উপজেলায় মোট ১১শত ১৩ জন দরিদ্র পরিবারের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঈদ উপহার স্বরূপ শুকনো খাবার বরাদ্দ পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন আশ্রয়ণ প্রকল্পে বসবাসরত পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া হতদরিদ্র পরিবারের নিকট এসব খাদ্যসামগ্রী পৌছিয়ে দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। এ খাবার পেয়ে খুশি দরিদ্র পরিবারগুলো।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের বাসিন্দা রহমত আলী বলেন, ব্যাটারি চালিত পাখি ভ্যান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করি। পবিত্র রমজানকে ঘিরে আয়ের চাইতে ব্যায় বেড়েছে। দিনমজুর হিসেবে কাজ করে যে টাকা উপার্জন হত, তা দিয়ে দু’মেয়ে ও ছেলে ঈদের পোশাক কেনার পর খাবার কেনার মত উপায় ছিল না। বর্তমানে তারা আশ্রয়ণ প্রকল্পে প্রধানমন্ত্রীর খাদ্য উপহার পেয়ে খুশি।

আলমডাঙ্গায় দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দারের মতবিনিময়

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন আলমডাঙ্গায় দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে মত বিনিময় করেন। গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১০ টায় আলমডাঙ্গার দলীয় কার্যালয়ে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মত বিনিময় সভায় এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন,দেশে মৃদু তাপ প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে, আমাদের জেলায় গরমের সময় গরম ও শীতের সময় প্রচন্ড শীত পড়ে। এথন গরম কাল প্রচন্ড গরম পড়ছে। এখন আমাদের সতর্কতার সাথে চলাচল করতে হবে। আগুন থেকে সতর্ক থাকতে হবে।

তিনি বলেন,পবিত্র এই রমজান মাসে দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণে আছে। তারপরও কিছু অসাধু ব্যবসায়ী সুযোগ বুঝে জিনিসের দাম বৃদ্ধি করছে। সকল ব্যবসায়ী ভাইদের কাছে অনুরোধ করবো তারা যেনো বেশি দামে পণ্য বিক্রি না করে।

এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন, আজকে দেশে নতুন করে পাহাড়ে অশান্তি সৃষ্টির পাঁয়তারা চলছে। যারা সন্ত্রাস করছে, অশান্তি সৃষ্টি করছে সরকার কঠোর হস্তে তা দমন করবে। কেউ ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে পারবে না।

মত বিনিময় কালে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাষ্টার, জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম খান,জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক নির্বাহী সদস্য শাহ আলম,সিরাজুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহসভাপতি আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, পৌর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আমিনুল ইসলাম অপু মোল্লা,পৌর সহসভাপতি আবু ডালিম,পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, আব্দুল মালেক, খাদিমপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মোজাহিদুর রহমান জোয়ার্দ্দার লোটাস চেয়ারম্যান, কালিদাসপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি জয়নাল আবেদীন,কালিদাসপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আশাদুল হক মিকা, আওয়ামীলীগ নেতা জহুরুল ইসলাম স্বপন, জাহাঙ্গীর হোসেন, সোনাউল্লাহ, শহিদুল হক, দেলোয়ার হোসেন, বাস-ট্রাক মোটর

শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি রিয়াজ উদ্দিন, জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি আব্দুর কুদ্দুস, আমিরুল ইসলাম, সাবেক যুবলীগ নেতা শাহিন রেজা, সোহেল রানা শাহিন, টুটুল, সৈকত খান, পৌর যুবলীগের আহবায়ক আসাদুল হক ডিটু, যুবলীগ নেতা মনিরুজ্জামান হিটু, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আশরাফুল হক, হাসান, ছাত্রলীগ নেতা আব্দুল্লাহ আল হোসাইন বাদসা, রকি, সাকিব প্রমুখ।